জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। 'আখলাক' শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর ঃ আখলাক শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- স্বভার, চরিত্র ইত্যাদি।
২। তাকওয়া শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর ঃ তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা।
৩। তাকওয়া কী ?
উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।
৪। ওয়াদা পালন কী ?
উত্তর ঃ কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোন কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাই হলো ওয়াদা পালন।
৫। শালীনতা কী ?
উত্তর ঃ কথা-বার্তা, আচার- আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াই শালীনতা।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। আখলাকে হামিদাহ কী ?
উত্তর ঃ আখলাকে হামিদাহ অর্থ হলো প্রসংসনিয় চরিত্র সচ্চরিত্র যে সব স্বভার বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল(সা.) এর কাছে প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রই হলো আখলাকে হামিদাহ।
২। ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝ ?
উত্তর ঃ ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহ্দু। আল-আহ্দু এর শাব্দিক অর্থ হলো ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনো রূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোন কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।
৩। সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝয় ?
উত্তর ঃ সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ 'আস্ সিদক' । পরিভাষায় কোনো ঘটনার বাস্তবসম্মত ও প্রকৃত বর্ণনাকেই সত্য বলা হয়। আর এরূপ বর্ণনা দেওয়াকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যবাদিতার গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকে তাকে সাদিক বলে।
৪। শালীনত বলতে কি বোঝ ?
উত্তর ঃ 'শালীনত' মানে মার্জিত হওয়া, সোভন ও সুন্দর হওয়া। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহতায়ালা যেসব কথা, কাজ, আচরণ, পোশাক নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে মহানবি (সা.) এর আদর্শ অনুসারে শরিয়তের সীমা মেনে কথা, কাজ, লেনদেন ও আচরণ করা এবং পোশাক পরিধা করাকে শালীনতা বলে।
৫। আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝ ?
উত্তর ঃ আত্মশুদ্ধি হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পাপমুক্ত করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মর রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ আনুগত্য ও ইবদত ছাড়া অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

তরিকুল ইসলাম বাবুলদের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা গ্রহণ করলেন। তরিকুল পনের দিন পর বাবুলকে টাকা ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করলেন। পনের দিন পর বাবুল তরিকুল ইসলামের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। বাবুল তরিকুল ইসলামকে ওয়াদা ভঙ্গকারী উল্লেখ করে বললেন, তোমাকে পরকালে যেমন শাস্তি পেতে হবে, তেমনি দুনিয়াতেও তোমাকে ঘৃণিত হতে হবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পূর্বে তরিকুল ইসলাম যদি ভেবেচিন্তে প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হতো না।

ক. সত্যবাদিতা ককে বলে
খ. ওয়াদা পালন বলতে যা বোঝায় ব্যাখ্যা কর।
গ. তরিকুল ইসলামের ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত কর।
ঘ. তরিকুল ইসলাম ওয়াদা করার আগে যেসব বিষয় বিবেচনা করতেন তা বিশ্লেষন কর।

উত্তরঃ (ক)

সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলে ।

উত্তরঃ (খ)

ওয়াদা পালন মানুষের অন্যতম মহৎ গুণ। ওয়াদা পালন বলতে ওয়াদা রক্ষা করাকে বোঝায়। কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে ।

উত্তরঃ (গ)

ওয়াদা ভঙ্গ করা মনুষের একটি অন্যতম বদ অভ্যাস। এ অভ্যাসের জন্য মানুষকে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।
তরিকুল ইসলাম নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধ না করে ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়াতে ওয়াদা ভঙ্গ করায় তিনি আখিরাতে শাস্তি পাবেন। হাদিসে বলা আছে, যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তরা দীন নেই। তরিকুল ইসলাম একজন দীনহীন ব্যাক্তি, তাই তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। তিনি দুনিয়াতে যেমন সবার কাছে অপ্রিয় হবেন এবং নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করবেন, তেমনি মৃত্যুর পর তাকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। তার স্থান হবে চিরশাস্তির স্থান জাহান্নামে।

উত্তরঃ (ঘ)

ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামি জীনবদর্শনে ওয়াদা পালন আবশ্যক। ওয়াদা করার সময় পালনের শর্তে ওয়াদা করতে হয়। তরিকুল ইসলাম ওয়াদা করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করতে পারতেন–
তার ওয়াদা পালনের সামর্থ্য আছে কি-না তা যাচাই করতে পারতেন। এছাড়া ওয়াদা ভঙ্গের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সজাগ থাকা তার উচিত ছিল। একারণে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে ওয়াদা করা সকলের কর্তব্য তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে না থাকলে কী উপায় অবলম্বন করা যাবে। তা স্থির করে নৌওয়া উচিৎত। প্রতিজ্ঞা বা চুক্তির পূর্বে এর শর্তগুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি পালনে সমস্যা হলে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত।
উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করেই তরিকুল ইসলামের ওয়াদা করা উচিত ছিল।

২.নং প্রশ্নের উত্তর

“মৃত স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭২ কোটি টাকা জমা রয়েছে। এ টাকা তুলতে হলে ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স এবং উকিলের ফির জন্য কোটি টাকা প্রয়োজন। যে টাকার ধার দেবে, তাকে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে।” - এমন কথা বলে এবং ব্যাংকের কাগজপত্র দেখিয়ে যশোরের আনোয়ারা বেগম (৬০) বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দেন নি। (কালের কণ্ঠ, ৩০ জুলাই, ২০১০)

(ক) “সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য”- কে বলেছেন?
(খ) ‘আখলাকে যামীমা’-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
(গ) আনোয়ারা বেগমের কাজটি কীরূপ? ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) আনোয়ারা বেগম কর্তৃক সংঘটিত কাজটির ফলাফল মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ (ক)

‘সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য’ উক্তিটি যার : ‘সুন্দর ব্যবহারই পূণ্য’ উক্তিটি মহানবী (স)-এর।

উত্তরঃ (খ)

‘আখলাকে যামীমা’-এর স্বরূপ : মানুষের যেসব আচরণ বা স্বভাব সব যুগে সব সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় তাকে আখলাকে যামীমাহ্ বলে।
যেমন - মিথ্যা, প্রতারণা, পাপাচার, খিয়ানত, যুলুম, পরনিন্দা, পরচর্চা, ফিত্না-ফাসাদ ইত্যাদি।

উত্তরঃ (গ)

আনোয়ারা বেগমের কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা : আনোয়ারা বেগমের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণার শামিল। প্রতারণা নিন্দনীয় চরিত্রের মধ্যে অন্যতম একটি। ফাঁকি দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, মাপে-ওজনে কম দেওয়া, বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে দেওয়া, গাভী বিঠির আগে স্তনে দুধ আটকে রাখা, মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করা এসবই প্রতারণার শামিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও মানুষ অন্যান্য আর্থসামাজিক কাজেও প্রতারণা করে থাকে।
উদ্দীপকের চরিত্র আনোয়ারা বেগম দ্বিগুণ টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ধার নিয়ে টাকা ফেরত দেন নি। তার এ কাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে, যা প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়।

উত্তরঃ (ক)

আনোয়ার বেগম কর্তৃক সংঘটিত কাজটির ফলাফল : আনোয়ারা বেগম কর্তৃক সংঘটিত কাজটি প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে। প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী অতি গর্হিত কাজ। প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য প্রতারণাও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ। এ সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন, ____ '_____! (থ) থথ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের (মুসলমানদের) সমাজভুক্ত নয়।" এ হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, আনোয়ার বেগম ইসলামি সমাজ থেকে বহিস্কৃত একজন মানুষ।

অন্যদিকে প্রতারণা করা মুনাফিকদের স্বভাব। আর মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। প্রতারণাকারীর প্রতি যেমন আল্লাহর অভিশাপ, তেমনি সমাজেও তার কোনো সম্মানের স্থান নেই। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালোবাসে না। প্রতারণা ইসলামি জীবনযাপনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্র্যাকটিস অংশ: সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১. মারুফ সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার টাকার কোনো অভাব নেই। তবে অভাব আছে সততার। মিথ্যা বলতে তার বিবেক একটুও বাঁধে না। টাকার লোভে সে যেকোনো অপকর্ম করতে পরোয়া করে না। তার এ ধরনের বেপরোয়া জীবনযাপনে উদ্বিগ্ন পিতা একদিন তাকে ডেকে বললেন, বাবা! মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভালোমন্দ যাচাই করে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এর জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে দায়িত্বশীল জীবনযাপন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

(ক) "সত্যিকার মুমিন তাঁরাই, যাঁদের চরিত্র সুন্দর।"- বাণীটি কার?

(খ) আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়?

(গ) কোন সৎগুণের অভাব মারুফ সাহেবকে এমন বেপরোয়া জীবনযাপনে আকৃষ্ট করেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে মারুফ সাহেবের পিতা যে দায়িত্বশীল জীবন-যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

২. একটি অনুষ্ঠানে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব মানব চরিত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, ইসলামি জীবন দর্শনে তাকওয়াই সব সদগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন, তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে, সে ব্যক্তি কোনো রকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না।

(ক) তাকওয়া কী?

(খ) মুত্তাকী বলতে কী বোঝায়? মুসলিম মনীষীদের মতামতের
আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(গ) মুত্তাকী হতে হলে আমাদের কী করতে হবে? কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানব চরিত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩. কেবলমাত্র বাহ্যিক এবাদত আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হবার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে হবে। 'আল্লাহর নিকট সেই অধিকতর সম্মানিত যার তাকওয়া বেশি।'

(ক) তাকওয়া অর্থ কী?

(খ) তাকওয়া অর্জন জরুরি কেন?

(গ) খোদাভীরু ব্যক্তির দ্বারা দেশও সমাজ কীভাবে উপকৃত হয়?

(ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাণীটি বিশ্লেষণ করো।

৪. তাকওয়াভিত্তিক বক্তৃতায় ইমাম সাহেব বলেন, কুরআন মাজিদে আছে 'সেই ব্যক্তি, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। জামিল সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন এবং নিজেকে আল্লাহভীরু বান্দা হিসেবে গড়ে তুলেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

(ক) তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?

(খ) কোনটিকে সচ্ছরিত্রের সঞ্জিবনী শক্তি বলা হয় এবং কেন? ২

(গ) জামিল সাহেব কীভাবে তাকওয়াভিত্তিক জীবন গড়ে তুলতে পারেন?

(ঘ) মানব চরিত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।' - ব্যাখ্যা করো।

৫. আমিনা অত্যন্ত খোদাভীরু। তাই তার আচরণে পাড়াপড়শী খুশী। পাড়ার অন্য মেয়েদের চারিত্রিক অবস্থা তাকে খুবই ব্যথিত করে। সে কুরআন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারে যে, আল্লাহ বলেছেন "তোমাদের মধ্যে যার সবচেয়ে বেশি তাকওয়া আছে সে আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত।" এ বাণী আমিনাকে প্রভাবিত করে। সে অন্যদেরকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করে।

(ক) মানব চরিত্র গঠনে সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ কোনটি?

(খ) তাকওয়া বলতে কী বোঝায়?

(গ) পাড়ার মেয়েদের জন্য আমিনার কাজটি কিরূপ? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) আমিনার জীবনে উদ্দীপকে বর্ণিত কুরআনের বাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৬. মুয়িদ অত্যন্ত খোদাভীরু। তার আচরণ ও চালচলনে পাড়া-প্রতিবেশী অত্যন্ত খুশি। সে পবিত্র কুরআন পড়ে জানতে পেরেছে যে, "মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী সম্মানীয়। এ বাণী তাকে প্রভাবিত করে।

(ক) তাকওয়া শব্দের অর্থ কী?

(খ) তাকওয়ার একটি উপকারিতা বর্ণনা করো।

(গ) পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে মুয়িদের কাজটি কেমন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) মুয়িদের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

৭. হামিদ সাহেব একজন তেল ব্যবসায়ী। রীতিমতো নামায পড়েন। বাহ্যিক অবয়বে দেখতে একজন মুত্তাকী বলেই মনে হয়। কিন্তু তিনি নারিকেল তেলে সয়াবিন তেল মিশিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। তার এক বন্ধু এ সংবাদ শুনে তাকে বলল, তোমার নামায, রোযা তো তোমার আখলাক পরিবর্তন করতে পারল না!

(ক) আখলাক শব্দটির অর্থ কী?

(খ) নারিকেল তেলে সয়াবিন তেল মেশালে সমস্যা কী?

(গ) নামায-রোযা হামিদ সাহেবের আখলাকে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে?

(ঘ) "আখলাকের পরিবর্তন ব্যতীত মুত্তাকী হওয়া যায় না।"- বুঝিয়ে দাও।

৮. হান্নান সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সে প্রায়ই প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে। তাছাড়া বেশি লাভের জন্য জেতাদের সাথে সে আল্লাহর বিধান লংঘন করে। মূলত আল্লাহভীতি ও আখলাকে হামীদাহ্ না থাকার কারণে তার ব্যবসায় ন্যায়ভিত্তিক নয়।

(ক) 'আখলাক' শব্দের অর্থ কী?

(খ) আখলাকে হামীদাহ বলতে কী বোঝ?

(গ) আল্লাহভীতি কীভাবে হান্নান সাহেবকে একজন সৎ ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করতে পারে?

(ঘ) হান্নান সাহেবের জীবনে আখলাকে হামীদাহর গুরুত্ব আলোচনা কর।

৯. হাবিবা তার বান্ধবীদের বাসায় আসতে দাওয়াত করল। ওয়াদা
মোতাবেক সকল বান্ধবীই আসল কিন্তু নাহারকে দেখা গেল না।

কিছুদিন পর নাহারের সাথে দেখা হলে হাবিবা নাহারকে এড়িয়ে যায়। বিষয়টি নাহারকে পীড়া দেয়। নাহার এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইলে হাবিবা বলল, ওয়াদা ভঙ্গকারীর সাথে কিসের কথা? এতে নাহারও রেগে যায়। তখন হাবিবা বলল, তোমার মনে থাকার কথা হাদিসে আছে, "মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ।"

(ক) ওয়াদা ভঙ্গ করা কিসের লক্ষণ?

(খ)ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

(গ) হাবিবা কীভাবে তার বান্ধবীকে ওয়াদা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

(ঘ) "মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ" - এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১০. আবদুস সালাম ও আবদুর রহিম ষষ্ঠ শেণ্রির দুই বন্ধু। তারা একই সঙ্গে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একদিন আবদুস সালাম তার খালাত ভাইয়ের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার বন্ধুকে না জানিয়ে স্কুলে চলে যায়। স্কুলে আবদুর রহিমের সাথে তার দেখা হলে বলে তোমার সাথে আমার কথা ছিল যখন স্কুলে আসবে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কিন্তু তুমি তা কর নি। এ সম্পর্কে হাদিসে আছে -সে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়।

(ক) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কী?

(খ) পরিপূর্ণ দীনদার বলতে কী বোঝানো হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

(গ) আবদুস সালাম প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার বিষয়টি হাদিসের
আলোকে কীরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

১১. হাবিব তার বন্ধুদের বাসায় আসতে দাওয়াত করল। ওয়াদা মোতাবেক সকল বন্ধুই আসল কিন্তু নাহিদকে দেখা গেলনা কিছু দিন পর নাহিদের সাথে দেখা হলে হাবিব নাহিদকে এড়িয়ে যায়। বিষয়টি নাহিদকে পীড়া দেয়। নাহিদ এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইলে, হাবিব বলর, ওয়াদা ভঙ্গকারীর সাথে কিসের কথা? এতে নাহিদও রেগে যায়। তখন হাবিব বলল, তোমার মনে থাকার কথা হাদিসে আছে "মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ।"

(ক) ওয়াদা ভঙ্গ করা কিসের লক্ষণ?

(খ) ওয়াদা পালন বলতে কি বোঝায়? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।

(গ) হাবিব কীভাবে তার বন্ধুকে ওয়াদা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

(ঘ) 'মুমিনের ওয়াদা ঋণ স্বরূপ'- এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

১২. পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারে মারুফ তৃতীয় সন্তান। পরিবারের সকলে ইসলামী আদর্শে জীবন-যাপন করলেও মারূফ মিথ্যা ও প্রতারণাসহ অন্যান্য মন্দ কাজে লিপ্ত থাকার কারণে সে এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তার বাবা রাসূল (স)-র হাদীসটি বলেন, "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস।"

(ক) মিথ্যার আরবি প্রতিশব্দ কী?

(খ) সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর সংজ্ঞা দাও।

(গ) মারুফ কী করলে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে?

(ঘ) "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস।"
বিশ্লেষণ কর।

১৩. মালিহা ও রাবেয়া সহপাঠী। মালিহা সবসময় সত্য কথা বলে। ক্লাসের কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাবেয়া বলে- করেছি, দেখতে চাইলে দেখাতে পারে না। একদিন মালিহা রাবেয়ার কাছে জরুরি প্রয়োজনে ১০.০০ টাকা ধার চাইলে সে বলে নেই। অথচ টিফিন পিরিয়ডে রাবেয়া আচার কিনে খায়। এ প্রসঙ্গে মালিহা বলে হাদিসে আছে, তোমরা সত্যবাদিতা রক্ষা কর।

(ক) সিদকুন শব্দের অর্থ কী?

(খ) সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝ?

(গ) রাবেয়ার কাজগুলোকে সত্যবাদিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সত্যবাদিতা রক্ষা করার বিষয়টি হাদিসের আলোকে বুঝিয়ে বল।

১৪. আরাফাত একজন সত্যবাদী লোক। তাঁর সচ্চরিত্র, খোদাভীতি,আমানতদারি ও ন্যায়পরায়ণতায় এলাকার জনগণ বিমুগ্ধ। তাঁকে সকলেই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তাঁর পরিবার তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করে। তাঁর মা আরাফাতকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিনি তাঁকে সত্যিকার মুমীন বলে মনে করেন।

(ক) 'সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ কী?

(খ) "সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য"- ব্যাখ্যা করো।

(গ) কোনটির কারণে আরাফাত জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) আরাফাত সম্পর্কে তাঁর মায়ের মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

১৫. স্কুলে না যাওয়ার শাস্তির ভয়ে মিতা তার বোনের কাছে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। তার বোন তাকে এই বলে উপদেশ দেয় যে, প্রকৃত মুমিন মুসলিম হতে হলে আমাদেরকে সত্যবাদিতার অনুশীলন করতে হবে। সত্যবাদিতা মন্দ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। মিতার বোন মিতাকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর জীবনের একটি তাৎপর্যময় ঘটনা শোনান। মিতা সদা সত্য কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

(ক) সত্যবাদিতা কী?

(খ) মুমিন মুসলিম হতে হলে সত্যবাদিতা হতে হলে সত্যবাদির অনুশীলন করতে হবে কেন?

(গ) সত্যবাদী সম্পর্কে বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর জীবনের মিতার জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) মিতার জীবনে তথা মানব জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৬. পারভীন চালচলন, বেশভূষা ও কথাবার্তায় বেশ মার্জিত। সবাই তাকে পছন্দ করে এবং তার সাথে সদাচরণ করে। অন্যদিকে, পারভিনের সহপাঠী বীথি আঁটসাঁট পোশাক পরে। প্রায়ই সে গেঞ্জি ও জিন্সপ্যান্ট পরে বাইরে যায়। তার চালচলন ও কথাবার্তা মার্জিত নয়। পাড়ার ছেলেরা মাঝে মাঝেই তাকে উত্ত্যক্ত করে। বীথি পারভিনকে বিষয়টি বলার পর পারভিন তাকে পোশাক পরিচ্ছদে শালীনতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়।

(ক) শালীনতা কী?

(খ) বীথি পোশাক পরিচ্ছদে শালীনতা অবলম্বন করবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) পারভিনকে অনুসরণ করে আমরা কীভাবে সামাজিক অবক্ষয়
থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতার যথার্থতা যাচাই কর।

১৭. শফিক তার বন্ধু আসাদের কাছে জানতে চাইলে শালীনতা কী? আসাদ বলল, শালীনতা হচ্ছে ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি। তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত রুচিশীল, ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়। মূলত শালীনতা একটি সুস্থ সুন্দর ও পূত পবিত্র সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক। একটি সুখী, সুন্দর শান্তিময় সমাজ গঠনে শালীনতাপূর্ণ ,রুচি সম্মত, মার্জিত বেশভূষা, চাল চলনের গুরুত্ব অপরিসীম।
(ক) শালীনতা কী?
(খ) বেশভূষা ও কথাবার্তায় শালীনতার প্রয়োজন কেন?
(গ) শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতার যথার্থতা নিরূপণ করো।

১৮. দশম শ্রেণির ছাত্রী রিংকু। চলাফেরায় সে বরাবরই উদাসীন ও উচ্ছৃঙ্খল। তার আচার-আচারণও বেশ-ভূষায় অশালীনতার চিত্র ফুটে উঠে। যা কি না তার সহপাঠীদের ক্ষেত্রেও সংμমণ হচ্ছে। এমতাবস্থায় তার সহপাঠীদের কয়েকজন এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার নিকট কয়েকবার অভিযোগও করেছে। প্রধান শিক্ষিকা রিংকুকে ডেকে বলেন, স্কুলে পড়তে হলে তোমাকে শালীনতা রক্ষা করে চলতে হবে। মনে রাখবে লজ্জাশীলতা নারীর ভূষণ।
(ক) শালীনতা কী?
(খ) "লজ্জাশীলতা নারীর ভূষণ"- কথাটির ব্যাখ্যা দাও।
(গ) প্রধান শিক্ষিকা ছাত্রীদের শালীনতা শিক্ষা দিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?
(ঘ) সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনে শালীনতার গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৯. একটি বই গচ্ছিত রাখে। কয়েকদিন পর নাঈম মস্তাফিজের কাছে বইটি ফেরত চাইলে মুস্তাফিজ বলে বইটি আমি আমার খালাতো ভাইকে ধার দিয়েছি। নাঈম এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়। নাঈম মুস্তাফিজকে বলে তোমার দ্বারা আমানত রক্ষা হয় নি। তুমি কি জান না যে, মহানবী (স) বলেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই।"
(ক) আমানত কী?
(খ) আমানতের ক্ষেত্র ব্যাখ্যা কর।
(গ) মুস্তাফিজের কাজটি সমীচীন হয়েছে কি? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমানত রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২০. তৌফিক ও তামিম দুই বন্ধু। তৌফিক একদিন তামিম-এর একটি স্বর্ণের আংটি আমানত রাখে। কয়েকদিন পর তামিমের নিকট গচ্ছিত আংটিটি ফেরত চাইলে তামিম বলে আংটিটি আমার বোনকে ধার দিয়েছি। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন, তামিমের হাতে আমানত রক্ষা হয়নি। মহানবি (স) বলেছেন, 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ইমান নেই।'
(ক) খায়িন অর্থ কী?
(খ) আমানতের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করো।
(গ) তামিমের কাজটি সমীচীন হয়েছে কী? শরীআতের আলোকে মতামত দাও।
(ঘ) ইমাম সাহেবের উক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

২১. সমাজজীবনে প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতা গড়ে উঠে বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা ও সংশ্লিষ্টতার উপর ভিত্তি করে। মুমিনের জীবনে আমানত রক্ষা করা একটি মহৎ গুণ। এ গুণের অনুশীলন ও চর্চা থাকলে সমাজজীবন সুখের হতে বাধ্য। আমানতদারী ইমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি আমানতের খেয়ানত করে সে প্রকৃত মোমিন নয়, সে প্রতারক ও মুনাফেক।
(ক) খেয়ানত কী?
(খ) আমানত বলতে কি বুঝায়?
(গ) প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমানতের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো।
(ঘ) "আমানতদারী ইমানের অংশ" কুরআন হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলাচনা করো।

২২. নাঈম ও মুস্তাফিজ নবম শ্রেণির দুই বন্ধু। নাঈম মুস্তাফিজের কাছে একটি বই গচ্ছিত রাখে। কয়েকদিন পর নাঈম মুস্তাফিজের কাছে বইটি ফেরত চাইলে মুস্তাফিজ বলে বইটি আমি আমার খালাতো ভাইকে ধার দিয়েছি। নাঈম এত মনক্ষুণ্ন হয়।

নাঈম মুস্তাফিজকে বলে তোমার দ্বারা আমানত রক্ষা হয়নি। তুমি কী জান না যে, মহানবি (স) বলেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।"

(ক) আমানত কী?

(খ) আমানতের ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করো।

(গ) মুস্তাফিজের কাজটি সমীচীন হয়েছে কী? বুঝিয়ে লেখো।

(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

২৩. বাংলাদেশের আলী আহমদ এবং ভারতের ইরফান হোসেন ও স্বপন কুমার মালেশিয়ায় তিন বছর যাবৎ চাকরি করে আসছেন। দীর্ঘদিন একই কম্পানিতে চাকরি, একই সাথে মেসে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তারা অবসর সময়ে কোম্পানিতে চাকরিরত বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের কথা ভাবে। পারস্পরিক যোগাযোগ না থাকায় অনেকে অনেককে চেনে না এবং বিপদে সাহায্যে করতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে আলী আহম্মদ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের কথা আলোচনা করেন।

(ক) ভ্রাতৃত্ব কত প্রকার? ১

(খ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলতে কী বোঝ? ২

(গ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা অনুযায়ী আলী আহমদ কীভাবে প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংহত করতে পারে? ৩

(ঘ)সাম্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের তাৎপর্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪. আশিক ও রফিক দুই বন্ধু। তারা একে অপরের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসে। তারা একত্রিত হয়ে গ্রামের সকল ধর্ম ও বর্নের মানুষদের বিপদাপদে সাহায্য করে।

(ক) 'উখ্ওয়াত' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলতে কী বোঝ? ২

(গ) আশিক ও রফিকে মাঝে কোন ধরনের ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ)সাম্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে আশিক ও রফিকের ভ্রাতৃত্বের তাৎপর্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২৫. ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে 'নারীদের অধিকার' শিরোনামের একটি লেখায় একজন লেখক বললেন, মানব জাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজে নারীর উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি। সমস্ত প্রাচীন আইনে ও ধর্মে নারী পুরোহিত, স্বামী ও অভিভাবকের অধীন বলে চিত্রিত হয়েছে। একমাত্র ইসলাম নারীর পরিপূর্ন অধিকার ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন।

(ক) নারীর মর্যাদা কী? ১

(খ) ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থা কীরূপ ছিল? ২

(গ) ইসলাম কীভাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) ইসলাম নারীর পরিপূর্ন অধিকার ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন - উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

২৬. মি. 'খ' একজন রাজনীতিবিদ। তিনি কথায় কথায় দেশপ্রেমের কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার উল্টো। দেশের লোকজন তাকে একজন সন্ত্রাসের মদদদাতা ও দুর্নীতিবাজ হিসেবেই জানে। দেশের স্বার্থের চেয়ে তার কাছে নিজের স্বার্থ ও দলের স্বার্থই বড়। বাস্তবিক পক্ষে দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের জন্য কাজ করতে হয়। দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে হয়।

(ক) অর্থ কী?

(খ) স্বদেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।

(গ) মি. 'খ' কীভাবে দেশের সেবা করতে পারেন?

(ঘ) ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২৭. রফিক সাহেব দোকানে গিয়ে বললেন, আমাকে একটি কাপড় দিন। দোকানদার বলল, নিন স্যার এটা খুব ভালো বিদেশি কাপড়। রফিক সাহেব বলল, আমি বিদেশি কাপড় চাই না। আমাকে ভালো দেশি কাপড় দিন। দোকানদার ভালো একটি দেশি কাপড় দিলেন এবং বললেন, স্যার আপনার মতো যদি দেশের সবার স্বদেশপ্রেম থাকত, তাহলে আমরা অনেক উন্নতি করতে পারতাম।

(ক) স্বদেশপ্রেম কী?

(খ) রফিক সাহেব বিদেশি কাপড় কিনতে চাইলেন না কেন?

(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে রফিক সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।

(ঘ) "ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব সীমাহীন" - ব্যাখ্যা কর।

২৮. বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স) কাফির মুশরিকদের অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাওয়ার সময় মক্কার কাবা ঘরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। আর আফসোস করে বলছিলেন, 'হে আমার স্বদেশ তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা যদি হত্যার ষড়যন্ত্র না করতো আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

(ক) স্বদেশপ্রেমের মূলে কী রয়েছে?

(খ) স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ– ব্যাখ্যা করো।

(গ) দেশের একজন নাগরিকের কী কী গুণ থাকলে ধরে নিতে পারবে যে এই লোকটি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক– ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর দেশের প্রতি যে ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করো।

২৯. মি. আলিম হোসেন একজন রাজনীতিবিদ। তিনি কথায় কথায় দেশপ্রেমের কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার উল্টো। দেশের লোকজন তাকে একজন সন্ত্রাসের মদদদাতা ও দুর্নীতিবাজ হিসেবেই জানে। দেশের স্বার্থের চেয়ে তার কাছে নিজের স্বার্থ ও দলের স্বার্থই বড়। বাস্তবিক পক্ষে দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের জন্য কাজ করতে হয়। দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে হয়।

(ক) কোন জিনিস মানুষকে সচেতন করে তোলে?

(খ) আমরা দেশকে কেন ভালোবাসবো?

(গ) মি. আলিম হোসেন কীভাবে দেশের সেবা করতে পারেন?

(ঘ) ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩০. সাদিক ১৯৭১ সালে নয় বছরের বালক। সে এ অল্প বয়সে এলাকায় বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক খুতু ব্যাপারীর সাথে খেয়ে না খেয়ে চরে অবস্থান করে পাক সেনাদের বিভিন্ন তথ্য মুক্তিসেনাদের নিকট পাচার করত। এ কাজে খুতু ব্যাপারীকে অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। জীবনের মায়া না করে সাদিক ও খুতু ব্যাপারী দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতির জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তবে এজন্য দু জন কখনই কোনো পুরস্কার না পেলেও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গৌরববোধ করেন।

(ক) স্বদেশের প্রতি মায়ামমতা কিসের অঙ্গ?

(খ) স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

(গ) সাদিক ও খুতু ব্যাপারী কীভাবে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখেছেন- ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) তুমি দেশের উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখবে? ব্যাখ্যা কর।

৩১. সেলিম ও করিম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি মিষ্টির দোকান শুরু করে। মিষ্টির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সেলিম পরিকল্পনা করে যে, মিষ্টিতে কম মূল্যের রং এবং কেমিকেল মিশিয়ে কম খরচে মিষ্টি তৈরি করে বাজারে বিμ করবে। এতে করিম দ্বিমত পোষণ করে বলে যে, এটি একটি প্রতারণা এবং এ ব্যাপারে মহানবি (স) বলেছেন যে, "যে ব্যাক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।" করিম বলল, যদি তুমি এ পরিকল্পনা ত্যাগ না করো তাহলে আমি তোমাদের সাথে ব্যবসা করব না।

(ক) প্রতারণা কাকে বলে?

(খ) প্রতারণার একটি কুফল বর্ণনা করো।

(গ) সেলিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিষ্টিতে কাপড়ের রং এবং কেমিকেল মিশ্রিত করলে তা ইসলামে বৈধ হবে না কেন? মতামত ব্যক্ত করো।

(ঘ) উদ্দিপকে আলোচিত মহানবি (স) এর হাদিসটির বিশ্লেষণ করো।

৩২. মহসিন সাহেব গরুর ব্যবসা করতে গিয়ে স্তনের মধ্যে ২/৩ দিন দুধ আটকিয়ে অধিক মূল্যে গরু বিμ করেন। মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করেন। তার বন্ধু হোসাইন তাকে বলল, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি ও বিধান রয়েছে। ইসলামে সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে কোন মতেই সমর্থন করে না।

(ক) প্রতারণা কী?

(খ) প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী অতি গর্হিত কাজ। বুঝিয়ে লিখ।

(গ) মহসিনের কাজটি কোন ধরনের অপরাধ শরীআতের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দিপকে হোসাইন সাহেবের মনোভাব তুমি কী সমর্থন করো কেন? শরীআতের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৩৩. রবিন ও আকছির দুই বন্ধু ব্যবসায় অংশীদার হিসেবে হবিগঞ্জ শহরে একটি মিষ্টির দোকান শুরু করল। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের ব্যবসা ভালোমতো চলতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের ব্যবসায়ে সফলতা আসে এবং বাজারে তাদের মিষ্টি সবচেয়ে বেশি বিμ হয়। রবিনের মাথায় একটি বুদ্ধি আসে। সে বললো মিষ্টিতে কম মূল্যের রং এবং সুগন্ধি মেশালে অনেক কম খরচে একই স্বাদের মিষ্টি তৈরি করা যাবে। আকছির রবিনের পরিকল্পনার সাথে একমত না হয়ে বলে যে, এটি একটি সুস্পষ্ট প্রতারণা এবং এতে জনগণের বিভিন্ন রোগে আμান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

(ক) প্রতারণা কী?

(খ) প্রতারণা সম্পর্কিত রাসূলের একটি হাদিস ব্যাখ্যাসহ লেখো।

(গ) আকছির কীভাবে বুঝায় যে রবিনের পরিকল্পনাএকজন মুসলমানের প্রযোজ্য নয়?

(ঘ) প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

৩৪. আসিফ পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে ফয়সাল ঈর্ষান্বিত হয়ে আসিফ সম্পর্কে বদনাম করে। আসিফ অন্যের কাছ থেকে এ বিষয়টি জানার পর ফয়সালকে জিজ্ঞেস করলে ফয়সাল ক্ষিপ্ত হয় এবং ঝগড়া শুরু করে। বিষয়টি শিক্ষকের দৃষ্টিতে আসলে তিনি ফয়সালকে বলেন, তুমি গীবত করেছ। এভাবে গীবত করলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়; যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

(ক) হিংসা-বিদ্বেষ কী?

(খ) গীবত কী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

(গ) ফয়সাল কীভাবে নিজেদের গীবত থেকে বিরত রাখতে পারত?

(ঘ) "গীবত থেকে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়"- বিশ্লেষণ কর।

৩৫. মৌমিতা ও আনোয়ার একই শ্রেণীতে পড়ে। আনোয়ারকে মৌমিতা পছন্দ করে না। মৌমিতা সবসময় আনোয়ারের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। আনোয়ারের কোনো দোষত্রুটি পেলেই সে আনোয়ারের অসাক্ষাতে সহপাঠীদের সাথে তা আলোচনা করে। আনোয়ার বিষয়টি শিক্ষক মহোদয়কে জানালে তিনি বলেন, মৌমিতা গীবত করেছে। গীবত অন্য মুসলমানের সম্মান নষ্ট করে। মনে রাখবে, গীবত একটি জঘন্য অপরাধ।

(ক) গীবত কী?

(খ) মৌমিতার কাজ গীবতের পর্যায়ে পড়ে কেন?

(গ) মৌমিতার ন্যায় আমরা যদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে গীবত চর্চা করি তাহলে কীভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে?

(ঘ) "গীবত একটি জঘন্য অপরাধ"- বিশ্লেষণ কর।

৩৬. মফিজ ও আবুল দুই বন্ধু। মফিজ প্রায়ই মিথ্যা বলে এবং আবলু
মফিজের অনুপস্থিতিতে তার মিথ্যাচার সম্পর্কে অন্যের কাছে বদনাম করে বেড়ায়। এ নিয়ে দুজনের মাঝে ঝগড়া হয়। ফলে তাদের বন্ধুত্বের ফাটল ধরে। ঘটনার এক পর্যায়ে মফিজ আবুলকে মারধর করে। এ নিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

(ক) ইসলামের দৃষ্টিতে আবুলের কাজ কিসের পর্যায়ে পড়ে?

(খ) আবুল কাজের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম ব্যাখ্যা কর।

(গ) আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আবুলের কাজটি কীভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে?

(ঘ) "আবুলের কাজটি একটি জঘন্য অপরাধ"- বিশ্লেষণ কর।

৩৭. সোহেল পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে নাজমুল ঈর্ষান্বিত হয়ে সোহেল
সম্পর্কে বদনাম করে। সোহেল বিষয়টি জানতে পেরে নাজমুলকে জিজ্ঞাসা করলে সে ক্ষিপ্ত হয় এবং ঝগড়া শুরু করে। বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষকের কানে আসলে তিনি নাজমুলকে বললেন, তুমি একাজ করবে না এতে সমাজে হিংসবিদ্বেষ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

(ক) গীবত কী?

(খ) হিংসা-বিদ্বেষ বলতে কী বোঝ?

(গ) নাজমুলের কাজ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) নাজমুলের মনোভাব তুমি কীভাবে দেখবে, যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

৩৮. সোহাগ ও আবিদ একই শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় আবিদ প্রথম স্থান অধিকার করায় সোহাগ ঈর্ষান্বিত হয় এবং সহপাঠীদের কাজে বিভিন্ন রকম সমালোচনা করে। বিষয়টি প্রদান শিক্ষকের গোচরীভূত হলে তিনি বলেন, আবিদের সাফল্যে সোহাগ ঈর্ষান্বিত হয়ে এমনটি করছে। সোহাগের সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি সোহাগকে নিচের হাদিসটি পড়ে শোনান -

(ক) উপরের হাদিসটি বাংলায় অনুবাদ কর।
(খ) হিংসা-বিদ্বেষ বলতে কী বোঝায়?
(গ) সোহাগের সংশোধনের নিমিত্তে প্রধান শিক্ষক কী উপদেশ বা
পরামর্শ দিতে পারতেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে হিংসা-বিদ্বেষের কুফল বিশ্লেষণ কর।

৩৯. বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ড. জাকির নায়েক বলেন, ইসলাম একটি শান্তিময় সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। ইসলামে আছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। ইসলামে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং কলহ-বিবাদের কোনো স্থান নেই। তিনি এ প্রসঙ্গে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন -
(ক) উপরের আয়াতটির বাংলা অর্থ লেখ।
(খ) ফিৎনা-ফাসাদ বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।
(গ) ড. জাকির নায়েকের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা কীভাবে দেশ ও
সমাজ থেকে সন্ত্রাস দমন করতে পারি?
(ঘ) ফিৎনা-ফাসাদের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

৪০. আফতাব সাহেব একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস সহকারী। তার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ফাইল অফিসের বড় কর্তার কাছে যায়। কিন্তু ফাইল সচল করতে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করেন। সুতরাং পাঁচ সদস্যের সংসার চলে রাজকীয় হালে। কাঁচা পয়সার প্রভাবে দুই ছেলে গোল্লায় গেছে। মেয়ে সামিয়া কোথায় কখন যায় কেউ শাসনের লাগাম টেনে ধরতে পারে না। এ নিয়ে স্ত্রীর সাথে আফতাব সাহেবের প্রায় বাকবিতন্ডতা হয়। সংসারের শান্তি যেন হারিয়ে গেছে। আফতাব সাহেব ভাবেন এসবই আমার হারাম উপার্জনের ফল।
(ক) হারাম শব্দটির অর্থ কী?
(খ) আফতাব সাহেব সংসারে অশান্তির জন্য হারাম উপার্জনকারীকে দায়ী করলেন কেন?
(গ) হারাম উপার্জনের অপকারিতা তুলে ধর।
(ঘ) হারাম উপার্জন ইহকাল ও পরকাল দুটোই নষ্ট করে - প্রমাণ কর।

৪১. তাহের একটি NGO এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার এলাকার ছেলে জাবেদ উক্ত কোম্পানীতে চাকুরির জন্য আবেদন করে। তাহের সাহেবের সুপারিশে জাবেদের চাকরি হয়। চাকরি হওয়ার পর জাবেদ তাহের সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং চাকরি হবার সুবাদে একটি স্বর্ণের চেইন উপহার প্রদান করে। তাহের সাহেব তা সাদরে গ্রহণ করে।
(ক) ঘুঘ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ কী?
(খ) ঘুষ বলতে কী বোঝায়?
(গ) তাহেব সাহেবকে স্বর্ণের চেইন প্রদান কী হেসেবে গন্য হবে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) আবু তাহের ও জাবেদ সাহেকের পরকালীন পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

→♦←